*Research Journal of Language, Literature and Humanities* _____ISSN 2348-6252
Vol. **12(3),** 35-40, June **(2025)** *Res. J. Lang. Lit. Humanities*

# J.S. Mill এর গণতান্ত্রিক চিন্তার প্রেক্ষিতে ভারতীয় গণতন্ত্র: একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

# Indian Democracy in the Light of J.S. Mill's Democratic Thought: A Comparative Analysis

**Sudip Saha**
State Aided College Teacher, Department of Political Science, Nagar College, Nagar, Murshidabad, West Bengal, India
sudipsaha665@gmail.com

**Available online at: www.isca.in, www.isca.me**
Received 2nd April 2025, revised 23rd May 2025, accepted 17th June 2025

## সারাংশ:

*একবিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা বলতে যার কথা প্রথমেই মাথায় আসে তাহলো গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। গণতন্ত্র বর্তমান পৃথিবীর সবচাইতে বেশি আলোচিত ও বাস্তবায়িত বিষয়। অপরদিকে জে এস মিল(১৮০৬-১৮৭৩) ছিলেন আধুনিক গণতন্ত্রের অন্যতম প্রবক্তা। জে এস মিলের যে সকল গ্রন্থ থেকে আমরা গণতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা লাভ করি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'Consideration on Representative Government' (1861) ও 'On Liberty' (1859)। এই প্রবন্ধে মূলত জে এস মিলের গণতান্ত্রিক আলোচনাকে ভিত্তি করে ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রকৃতি ও অবস্থান (সাফল্যের নিরিখে)পর্যালোচনা করা হবে। যদিও এটা বলতে পারি না যে, গণতান্ত্রিক আলোচনায় জে এস মিলের গণতন্ত্রের পূর্ব শর্ত গুলি পূরণ করতে পারলেই সেই শাসনব্যবস্থা সফল। কারন সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভর করে স্থান কাল ও পরিস্থিতির উপর। তবু বলা যায় জে এস মিলের গণতান্ত্রিক চিন্তা কে আদর্শ গণতন্ত্রের পূর্ব শর্ত ধরে, পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রকে কী আদর্শ গণতন্ত্র বলা যায়? তারই তুলনামূলক অনুসন্ধানী হলো এই প্রবন্ধ।*

*In the 21st century, the most widely accepted and discussed system of governance is democracy. Democracy has become synonymous with good governance in global political discourse. On the other hand, J.S. Mill (1806–1873) is regarded as one of the key thinkers of modern democratic theory. His seminal works, On Liberty (1859) and Considerations on Representative Government (1861), offer foundational insights into democratic governance. This paper aims to assess the nature and condition of Indian democracy using Mill's democratic ideas as a theoretical framework. While fulfilling Mill's conditions may not automatically guarantee democratic success, this comparative analysis explores whether the world's largest democracy — India — can be considered an "ideal democracy" with respect to Mill's standards.*

**সূচক শব্দ:** গণতন্ত্র, ভারতীয় গণতন্ত্র, প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার, শিক্ষা, নাগরিকতা,জে এস মিল। Democracy, Indian democracy, representative government, education, citizenship, J.S Mill.

## ভূমিকা

একবিংশ শতাব্দীর পৃথিবী হলো গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পৃথিবী। আজ 'গণতন্ত্র' ধারণাটি নিজেকে এত বেশি প্রাসঙ্গিক ও গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে যে, ভালোর সমার্থক শব্দ হিসাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অভিধানে জায়গা করে নিয়েছে। 'গণতন্ত্র মানেই ভালো, আর অগণতন্ত্র মানেই খারাপ।'যদিও বাস্তবিক ক্ষেত্রে একথা সত্য নয়। গণতন্ত্রকে রাষ্ট্রতত্ত্বে তখনই সফল বলা যাবে যখন গণতন্ত্র তার পূর্ব শর্ত গুলির অনেকগুলিই সম্পন্ন করবে। তা না হলে আমরা গণতন্ত্রকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ভালোর পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করতে পারি না[1]।

এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় হলো ভারতীয় গণতন্ত্রের পর্যালোচনা। এই পর্যালোচনার ক্ষেত্রে আমি মূলত তুলনামূলক পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে ভারতীয় গণতন্ত্রকে বিশ্লেষণ করেছি। এই আলোচনার ভিত্তি হল J.S.MILL (1806-1873) এর গণতান্ত্রিক চেতনা। যা মূলত তাঁর কালজয়ী গ্রন্থে তুলে ধরেছেন (On liberty-1859 ও Consideration on Representative Government-1861)। জে এস মিল মূলত আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মৌলিক নীতিগুলি তুলে ধরেছেন।

আলোচনার অপরপক্ষে থাকা ভারতীয় গণতন্ত্র কী সেই শর্ত পূরণ করতে পেরেছে? প্রসঙ্গক্রমে এই বিষয়টি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ভারতীয় গণতন্ত্র ঔপনিবেশিকতা বিরোধী দীর্ঘ সংগ্রামের ফল। স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যে কেবল ব্রিটিশদের বিতাড়িত করার স্বপ্ন দেখেছিল তাই নয় একইসঙ্গে নবগঠিত ভারতের শাসনব্যবস্থার পরিকল্পনাও করেছিল সেই দীর্ঘ লড়াই এবং আত্মবলিদানের ফল হল ভারতের স্বাধীনতা এবং তারই হাত ধরে আসে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক শসনব্যবস্থা।

**গণতন্ত্র:** 'Democracy'এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে গণতন্ত্র শব্দটি ব্যবহার হয়ে থাকে।গণতন্ত্র এই ধারণাটির ক্রমবিকাশ দীর্ঘকালীন ও জটিল। সাধারণভাবে গণতন্ত্র হলো জনগণ পরিচালিত শাসনব্যবস্থা। রাজনৈতিক অর্থে গণতন্ত্রকে আমরা কেবলমাত্র শাসনব্যবস্থা হিসাবে দেখলেও, সময় বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্র ব্যাপক পরিসরে আমাদের জীবন দর্শন হয়ে উঠেছে[2]।

গণতন্ত্রের ঐতিহাসিক বিবর্তন ডেভিড হেল্ড তাঁর 'Model of Democracy' (1987) গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন। আমরা অবগত আছি যে, গ্রীক নগর রাষ্ট্রের সেই গড়ে ওঠা সাবেকি প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র যা তেমন জনপ্রিয়তা পায়নি, আরো বলা যায় সেই সময় প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র সমালোচিত হয়েছিল (প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের দ্বারা)। পরবর্তীকালে সপ্তদশ শতাব্দীতে আধুনিক গণতন্ত্র নতুন ভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করে সেই জনপ্রিয়তা আজও উর্ধ্বমুখী।

**ভারতীয় গণতন্ত্র:** ১৯৪৭ সালে ১৫ ই আগস্ট ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষ ১৯০ বছরের পরাধীনতার ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব বাদী শাসনব্যবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলে। পূর্বে উল্লেখ করেছিলাম যে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখেছিল ও পরিকল্পনা করেছিল তারই বাস্তবায়ন ছিল এই গণতন্ত্র।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'জনগনের আধিকার' রচনায় আদর্শ রাষ্ট্র সম্পর্কে বলেছিলেন যে- "আমার মতে, যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে পারা যায়, যাতে ব্রাহ্মণ্য যুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয় যুগের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণের ক্ষমতা এবং শূদ্রর সাম্যের আদর্শ বজায় থাকবে অথচ তাদের দোষগুলি থাকবে না-তাহলে সেটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। কিন্তু তা কি সম্ভব?"[3]

উপরিউক্ত এই বক্তব্যের মধ্যে আমরা ভারতীয় সমাজের সকল স্তরের মানুষকে একইসঙ্গে রাষ্ট্র কার্যে অংশগ্রহণ করতে আহ্বান দেখতে পায়। এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে শূদ্র শ্রেণী একদিন রাষ্ট্র পরিচালনায় তাদের অবদান রাখবে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় হল তার বাস্তবিক রূপ। যদিও স্বামীজি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। ভারতীয় গণতন্ত্র হলো উদারনৈতিক গণতন্ত্র। এক্ষেত্রে একটা বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে যে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র এবং উদারনৈতিক গণতন্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক ঠিক এমন- লক্ষ্য এক (জনগণের ক্ষমতায়ন) কিন্তু পথ আলাদা।

ভারতীয় গণতন্ত্র তথা উদারনৈতিক পরোক্ষ গণতন্ত্র[4] যে কেবল ১৯০ বছরের উপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার অন্ধকার অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটিয়েছিল তাই নয় একইসঙ্গে পরিবার ভিত্তিক রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়েছিল। ভারতীয় সাধারণ মানুষের পদোন্নতি হয়, তারা 'প্রজা' থেকে বেরিয়ে এসে রাজনৈতিক অধিকার সম্পন্ন 'নাগরিক' পরিণত হয়। প্রজা ও নাগরিক এই শব্দ দুটিকে আমরা একই অর্থে ব্যবহার করলেও একই নয়। প্রজা হল কোন রাজার অধীনে বসবাসকারী ব্যক্তি, আর নাগরিক হলো একটি রাষ্ট্রের সদস্য, যার নির্দিষ্ট অধিকার ও দায়িত্ব রয়েছে। যদিও এই নব নাগরিকগণ কতটা সফল নাগরিক সেটা ভারতীয় গণতন্ত্রের পর্যালোচনায় সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করব।

**সংবিধান অনুসারে ভারতীয় গণতন্ত্র:** ভারতীয় গণতন্ত্র সংবিধান দ্বারা সংরক্ষিত একটি শাসনব্যবস্থা। এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্র পরিচালনায় যে সরকার রয়েছে তা মূলত গণতান্ত্রিক নীতি অনুসারে জনগণ সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত করে। ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। সংবিধান প্রণেতারা ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতীয় জনগণের কর্তৃত্ব এবং ভারতীয় জনগণকে অর্পণ করেছে। যার মূল কথা হলো এটাই ভারতবর্ষ একটি গণতান্ত্রিক আদর্শে পরিচালিত রাষ্ট্র। ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটি হল যুক্তরাষ্ট্রীয়। যেখানে সংবিধান অনুসারে ক্ষমতা রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকারের মধ্যে সুস্পষ্ট ভাবে বন্টন করা হয়েছে। ভারতীয় শাসন ব্যবস্থা ব্রিটিশ অনুকরণে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। যেখানে মূলত আইনসভার মধ্যে থেকে শাসন বিভাগ তথা সরকার গঠিত হয়[5]।

ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে গণতান্ত্রিক নীতিসমূহের বাস্তবায়নের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়, বিভিন্ন অধিকার উল্লেখের মধ্যে দিয়ে। যেমন স্বাধীনতার অধিকার, সাম্যের অধিকার, শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার ইত্যাদি। এই সকল অধিকার সমূহ গণতান্ত্রিক নীতির মধ্যে নিহিত রয়েছে। এছাড়াও সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায় রাষ্ট্রীয় নির্দেশমূলক নীতি সমূহের মধ্যে রাষ্ট্রকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে গণতান্ত্রিক পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ৪০ নম্বর ধারা। যেখানে সংসদ কে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য এবং এই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনই হলো স্থানীয় সরকার। এর মাধ্যমে জনগণরা কেবল ভোটাধিকারী লাভ করল না, তার সঙ্গে সঙ্গে শাসনব্যবস্থায় তারা সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করবে। অর্থাৎ বলা যায় ভারতীয় সংবিধানের এই নির্দেশ গণতন্ত্রের প্রত্যক্ষ রূপের কিঞ্চিৎ বাস্তবায়নের প্রয়াস। সংবিধান অনুসারে ভারতীয় বিচার ব্যবস্থা হল স্বাধীন ও নিরপেক্ষ এবং এই ভারতীয় বিচার ব্যবস্থায় হল ভারতীয় গণতন্ত্রের রক্ষাকর্তা।

**জন স্টুয়ার্ট মিলের গণতান্ত্রিক নীতিসমূহ:** J. S. Mill ছিলেন একজন মহান দার্শনিক, যুক্তিবাদী ও গণতন্ত্রের প্রবক্তা। তিনি তাঁর ১৮৬১ সালে প্রকাশিত

'The Consideration on Representative Government' গ্রন্থে আদর্শ শাসন ব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্রের কথা বলেছেন। যদিও গণতন্ত্রের আদি রূপ আধুনিক বৃহৎ আয়তন ও জনসংখ্যা বিশিষ্ট রাষ্ট্রে সম্ভব নয় বলে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের বিকল্প হিসাবে গড়ে ওঠা পরোক্ষ গণতন্ত্রের কথা বলেছেন। এই পরোক্ষ গণতন্ত্র বিশেষভাবে পরিচিত প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র নামে[6]।

জে এস মিল গণতন্ত্রকে সর্বশ্রেষ্ঠ বা সর্ব উৎকৃষ্ট হিসাবে উল্লেখ করলেও বাছবিচার হীন ভাবে গ্রহণ করার কথা বলেননি। গণতন্ত্রকে কোষ্ঠী পাথরের যাচাই করে গ্রহণ করেছিলেন বা করার সুপারিশ করেছিলেন। জে এস মিল ভালোভাবে এটা জানতেন যে, গণতন্ত্র যতই ভালো শাসনব্যবস্থা হোক না কেন উপযুক্ত রাজনৈতিক পরিবেশ না থাকলে কখনোই ভালো ফল দিতে পারবে না। যেমন-কোন উচ্চ ফলনশীল ধান রোপন করলে তা থেকে ভালো উৎপাদন আশা করা যায় না। তার জন্য প্রয়োজন হয় উর্বর মৃত্তিকা, জল সেচ,সার প্রয়োগ ইত্যাদি। এবং এগুলিই হল এর পূর্ব শর্ত। যা মূলত উচ্চ ফলনশীল ধান থেকে অধিক উৎপাদন পেতে সাহায্য করে। ঠিক তেমনি কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা থাকলেই হবে না, গণতন্ত্রকে সাফল্যমন্ডিত শাসনব্যবস্থা হিসেবে পেতে হলে প্রয়োজন গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডল যা হবে সফল গণতন্ত্রের পূর্ব শর্ত[7]।

জে এস মিল প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কয়েকটি পূর্ব শর্তের কথা বলেছেন সেগুলি নিম্নে আলোচনা করা হলো।

(i) গণতন্ত্রের মূল উপাদান হল জনগণ, তাই জনগণ সম্পর্কে তিনি বলেছেন-গণতন্ত্র সম্পর্কে জনগণকে ওয়াকিবহাল হতে হবে এবং তাদের মধ্যে গণতন্ত্রকে গ্রহণ করার আগ্রহ ও সামর্থ্য থাকতে হবে। (a) কেবল আগ্রহ থাকলে হবে না। গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য জনগণকে হতে হবে সংগ্রামী ও আপোষহীন। (b) গণতন্ত্রকে কেবলমাত্র গ্রহণ করলে চলবে না, গণতান্ত্রিক কার্যকলাপে সক্রিয় অংশগ্রহণের বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে। (ii) মিল কয়েকটি এমন পরিস্থিতিরও উল্লেখ করেছেন যেখানে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কে গ্রহণ করা উচিত নয়। যেমন- (a) জনগণের মধ্যে শাসিত হবার প্রবণতা আধিক এমন দেশে গণতন্ত্র বাস্তবায়িত না হওয়াই ভালো। (b) যেখানে মানুষ সামরিক শক্তির কাছে দুর্বল। (c) যেখানে মানুষের দাসসুলভ মানসিকতা প্রবল। (d) যেখানে মানুষ জাতীয় স্বার্থের তুলনায় ব্যক্তিগত স্বার্থকে বেশি প্রাধান্য দেয়। (iii) মিল গণতন্ত্র বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনায় আমরা পাই তিনি গণতন্ত্রের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচারের কথা বলেছেন। কারণ গণতান্ত্রিক সমাজে যদি জনগণ শিক্ষিত না হয় তাহলে অযোগ্য, স্বার্থন্বেষী মানুষেরা সংকীর্ণ স্বার্থের দিকে চেয়ে রাষ্ট্রীয় বৃহত্তর স্বার্থকে উপেক্ষা করবে। তাই তিনি গণতন্ত্রের জন্য সর্বজনীন ভোটাধিকারের পূর্বে সর্বজনীন শিক্ষা প্রদানের কথা বলেছেন। আগে শিক্ষা তারপর ভোটাধিকার। কারণ জনগণ যদি নিরক্ষর হয় তাহলে তাদের জ্ঞান না থাকার জন্য রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে অদক্ষতার পরিচয় দেবে। একই সঙ্গে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতামত যেহেতু গণতন্ত্রে প্রাধান্য পায় সেহেতু সংখ্যালঘু মানুষের মতামত প্রদানের জন্য সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের কথাও বলেছেন। তিনি মনে প্রাণে জনগণের কল্যাণ হোক সেটাই চাইতেন। তাই তিনি সকল মানুষের মতামত নেওয়ার পর সর্ব উৎকৃষ্ট মতামতকে বাস্তবায়নের কথা বলেছেন। সর্বোপরি রাষ্ট্রের বিকাশ ত্বরান্বিত হবে[8]। (iv) মিল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের দায়িত্ববোধকে আরও বেশি স্বচ্ছ করার জন্য প্রকাশ্য ভোটদান পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন। যার ফলে ভোট দাতাদের দায়িত্ব হীনতার অবসান ঘটবে, এবং একই সঙ্গে তিনি গুণমানের বিচারে বিশেষত মেধা ও সম্পত্তির নিরিখে একাধিক ভোট দানের নীতি কে (weighted vote) তিনি সমর্থন করেছেন[9]। (v) তিনি সংসদের আইন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান না থাকায় আইন প্রণয়ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আমলা দের কথা বলেছেন। (vi) জে এস মিল পরোক্ষ গণতন্ত্র যাতে সকলে অংশগ্রহণ করতে পারে তার জন্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। (vii) গণতন্ত্র সম্পর্কে জে এস মিলের চিন্তা যেমন আদর্শ শাসনব্যবস্থার সন্ধান দেয়, ঠিক তেমনি একইসঙ্গে তার আলোচনায় স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়। C. L. Wayper তাঁর 'Political Thought' গ্রন্থে মিলকে একজন দ্বিধাগ্রস্ত গণতন্ত্রী বলে চিহ্নিত করেছেন। কারণ জে এস মিল On Liberty গ্রন্থে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার কে সমর্থন করেছেন। আবার representative government গ্রন্থে শিক্ষা, পাটিগণিতের জ্ঞানহীন মানুষকে ভোটাধিকার প্রদানে অস্বীকার জানাচ্ছেন[10]।

পরিশেষে বলা যায় জে এস মিল ছেলেন একজন আবেগপ্রবণ গণতান্ত্রিক। যিনি বাস্তব ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সকল সুফল জনকল্যাণ রাষ্ট্রের কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন, তাই তার আলোচনায় এত স্ববিরোধিতা।

সক্রিয় নাগরিক অংশগ্রহণ এর বিষয়ে জে এস মিল, গণতন্ত্রকে এমন একটি প্রক্রিয়া বলে মনে করেন, যেখানে জনগণ শুধু ভোটার নয়, বরং সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক আলোচনায় অংশগ্রহণকারী। ভারতীয় গণতন্ত্রে একটি বড় অংশ জনগণের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এখনও সীমাবদ্ধ কেবলমাত্র নির্বাচনে ভোট দেওয়ার মধ্যেই। যদিও শহরাঞ্চলে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে, তবে গ্রামীণ ও অশিক্ষিত জনগণের মাঝে রাজনৈতিক নির্লিপ্ততা বিদ্যমান। এই যে নির্লিপ্ততা যে কেবল সেই সকল মানুষের অসুবিধার কারণ হচ্ছে তাই নয় একইসঙ্গে সকল ভারতীয়দের তার মাশুল গুনতে হচ্ছে। কারণ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা হলো সংখ্যাগরিষ্টের শাসনব্যবস্থা। জে এস মিল মুলত এই ভয়টাই পেতেন, সকল মতামতের একই গুরুত্ব থাকলে সেটা কখনোই গুণগত সিদ্ধান্ত হতে পারে না[11]।

**J.S.MILL এর গণতান্ত্রিক চিন্তা ও ভারতীয় গণতন্ত্রের তুলনামূলক বিশ্লেষণ:** ভারতীয় গণতন্ত্র এবং জে এস মিলের গণতান্ত্রিক চিন্তার পূর্বক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় গণতন্ত্রের শর্ত পূরণ এবং শর্ত পূরণে অসমর্থ্য বিষয়টি নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন। নিম্নে মূলত ভারতীয় গণতন্ত্র কি মিলের আদর্শ গণতান্ত্রিক শর্তগুলিকে পূরণ করতে পেরেছে না ব্যর্থ হয়েছে সেই বিষয়টি আলোচনা করা হলো।

ভারতীয় সংবিধানে ২১ নম্বর ধারায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার উল্লেখ করা হয়েছে ।আমরা মূলত মিলকে ব্যক্তি স্বাধীনতার (On Liberty)দৃঢ় সমর্থক হিসাবে দেখেছি। যদিও এই ব্যক্তি স্বাধীনতা বাস্তবিক ক্ষেত্রে কখনো কখনো ক্ষুন্ন হয়েছে। যেমন ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থাকালীন সময়ে মৌলিক অধিকার গুলি সীমিত করা হয়েছিল। এই ক্ষমতার খর্ব গণতান্ত্রিক সমাজে খুব বিপজ্জনক। মিল মূলত জনগণের এই অধিকার হরণকেই গণতন্ত্রের দুর্বলতা বলে উল্লেখ করেছেন

গণতন্ত্র ও শিক্ষা সম্পর্কে মিলনের অভিমত হল শিক্ষায় গণতন্ত্রের প্রধান শর্ত। অর্থাৎ একটি দেশ যদি গণতন্ত্রকে গ্রহণ করতে চায় তাহলে সর্বপ্রথম সেই রাষ্ট্রটিকে সর্বজনীন শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং এই শিক্ষিত মানুষই হবে গণতন্ত্রের শক্তি। ভারতবর্ষে যে সময় গণতন্ত্রকে গ্রহণ করা হয়েছিল সেই সময় এই পূর্ব শর্তটি খুব দুর্বল স্থানে অবস্থান করছিল। স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারতে শিক্ষার হার ছিল ১৮. ৩৩ শতাংশ (পুরুষ - ২৭.১৬ শতাংশ, নারী-৮.৮৬ শতাংশ এবং সম্মিলিতভাবে ১৮. ৩৩ শতাংশ)। অর্থাৎ মিল যেখানে সর্বজনীন ভোটাধিকারের পূর্বে সর্বজনীন শিক্ষার কথা বলছেন, সেখানে ভারতীয় গণতন্ত্র গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে ৮১% নিরক্ষর জনগোষ্ঠী বসবাসকারী রাষ্ট্রে। জে এস মিলের যে ভয় ছিল শিক্ষার অভাব মানুষকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে, ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কিছুটা সত্য প্রমাণ করেছে[12]।

যদিও সংবিধান প্রনেতারা শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে ভারতীয় সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে নির্দেশমূলক নীতি সমূহে ৪৫ নম্বর ধারায়, ৬ থেকে ১৪ বছর সকল শিশুকে প্রাথমিক অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদানের নির্দেশ দান করেছে। সেই নির্দেশ একাধিক জননীতি ও রাজনৈতিক কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে ২০০২ সালে ৮৬ তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে মৌলিক অধিকারের স্থান পেয়েছে {২১(ক)}। যার ফলে ভারতীয় শিক্ষার হার ৭৪. ০৪ শতাংশে (২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে)পৌঁছেছে। ভারতীয় জনগণের এই শিক্ষা হীনতা গণতান্ত্রিক সাফল্যের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে বা বলা যায় ভারতীয় গণতন্ত্র ভারতীয় জনগণকে নিরাশ করেছে। জনগণ সংকীর্ণ স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হয়ে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ উপেক্ষা করছে কেবলমাত্র তাদের অজ্ঞতার জন্য।

মিল গনতন্ত্রে যে মানুষের কথা বলেছে অমরা ভারতীয় মানুষের মধ্যে সেই গুণের অভাব লক্ষ্য করি। মিল মূলত আদর্শ মানুষ বলতে শাসন করার ক্ষমতা সম্পুর্ণ বিচক্ষণ, ভৃতিহীন মনুষের কথা বলেছেন। কিন্তু আমার সাধরণ মানুষের মধ্যে এই মানুষ খুঁজে পায় না। বরং ভারতীয় নাগরীক শাসিত হতে ভালোবাসে। অমরা ভারতীয় কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় তাই দীর্ঘকাল একই পরিবারের শাসন দেখেছি। যদিও সকল জনগন এই শ্রেণীর মধ্যে পরে না। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের নীতি অনুসারে ওই শ্রেনীর ফল সকলই ভোগকরে থাকে।

মিল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের দায়িত্ববোধকে আরও বেশি স্বচ্ছ করার জন্য প্রকাশ্য ভোটদান পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন। যদিও ভারতীয় গনতন্ত্রে এমন পদ্ধতি নেই কিন্তু না থাকলেও জনগনের দায়বদ্ধতার জন্য কঠোর পদ্ধতির প্রয়োজন রয়েছে। কারণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের দায়িত্বশীলতায় গনতন্ত্রকে সফল কোরে তুলে। জনগন কে ভোট প্রদানে বাধ্য করতে হবে। কারন শাসকের কাজ যদি পরিষেবা দেওয়া হয় তাহলে জনগনের কাজ হলো শাসক নির্বাচনে তার সঠিক সমর্থন প্রদান করা। যদিও বর্তমানে ভারতীয় গনতন্ত্র ভোট প্রদানে নতুন নতুন বিশ্বরেকর্ড গড়ছে (৬৫.৭৯%- ECI/৬৪.২ কোটি ভোটার)[13]।

মিল গনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সকলের মতামত কে গুরত্ব দেওর জন্য সমানুপাতিক ভোটদান পদ্ধতির কথা বলেছেন। যেখানে আমাদের ভারতে প্রথম বিগত ভোট দান পদ্ধতি (First-past-the-post voting) রয়েছে। এখানে একটি নির্বাচনী কেন্দ্রে যে সকল প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে তাঁদের মধ্যে যে সর্বোচ্চ ভোট পাবে তাকেই নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। এখানে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পায়না। যদিও ভারতের মতো বৃহত জনবহুল দেশে সমানুপাতিক ভোটদান পদ্ধতির বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এর সমাধান হিসাবে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে আসন । যেখানে কেবল সেই জনগোষ্ঠীর সদস্যই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে।যার মাধ্যমে সমাজের সকল মানুষের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

ভারতে ভোটদানের হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশের ইঙ্গিত দেয়। তবে, মিলের শিক্ষিত জনমতের ওপর গুরুত্বারোপের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে, ভারতের অনেক অংশে ভোটাররা জাতপাত, ধর্ম ও ব্যক্তিত্বভিত্তিক রাজনীতিতে প্রভাবিত হয়, যা গণতন্ত্রের গুণগত মান কমিয়ে দেয়[14]।

## মূল্যায়ন

তুলনামূলক আলোচনা শেষে সিদ্ধান্তে আসতে হয়। কিন্তু আমার এই প্রবন্ধে এই বিষয় টা অনুসন্ধান করে দেখলাম যে, মিলের কিচ্ছু শর্ত যেমন

ভারতীয় গনতন্ত্র পূরণ করেছে ঠিক তেমনি কিচ্ছু শর্ত পূরণ করতে ব্যার্থ হয়েছে। তবে একথা সত্য যে ভারতীয় গণতন্ত্র মিলের বেশিরভাগ শর্তই পূর্নকরতে পারেনি। তাহলে কি ভারতীয় গনতন্ত্র অসফল? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় ভারতীয় পরিস্থিতি ভারতীয় গনতন্ত্র কে নির্ধারণ করেছেন নতুন রূপে।

ভারতীয় গণতন্ত্র নিয়ে প্রথম আলোচনা শুরু করেন মরিস-জোনস্ তাঁর Government and Politics of India (1964) এবং পরবর্তীকালে রজনী কোঠারির Politics in India (1970) গ্রন্থে। আজ ভারতীয় গণতন্ত্র সাত দশক অতিক্রম করে নতুন প্রেক্ষিতে আলোচনা শুরু হয়েছে। প্রখ্যাত ফরাসি চিন্তাবিদ মিশেল ফুকোর মতে- ভারতীয় রাজনীতি চর্চার দিক পাল্টে গেছে। ফলে ভারতীয় রাজনীতি নিয়ে আলোচনা সাবেকী পদ্ধতিতে অর্থাৎ উন্নয়ন বা আধুনিকীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে নয় এখন ভারতীয় গণতন্ত্রের আলোচনা নতুন ভাবে স্বতন্ত্র দিক গড়ে তুলেছে অর্থাৎ এই গণতন্ত্রের মূল্যায়ন পশ্চিমী গণতন্ত্রের মানদণ্ডের ভিত্তিতে হয় না-'ভারতীয় গণতন্ত্র'নিজেই একটি স্বতন্ত্র বিভাগ গড়ে তুলেছে।

অধ্যাপক শিবাজী প্রতিম বসু কে অনুসরণ করে বলা যায়, "গণতন্ত্র বলতে আমরা কোন সুউচ্চ গজদন্তমিনারে বসে কিছু কেতাদুরস্ত মানুষের আইন সেদ্ধ নীতি নির্ধারণের প্রক্রিয়া বুঝিনা, তাকে সমাজের নানা স্তরের বহু মানুষের অধিকার সম্প্রসারণের প্রক্রিয়া ও তার জন্য উঠে আসা নানা দাবির বহুসরকে বুঝি"[15]। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে কোন শাসন ব্যবস্থা পর্যালোচনা করতে গেলে কেবলমাত্র ভিত্তি মূলক উপাদানের ভিত্তিতেই আলোচনা করলেই হবে না একই সঙ্গে সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থার অবস্থান ও পরিস্থিতি তথা প্রেক্ষাপট গুরুত্বপূর্ণ। ভারত একটি বহুত্ববাদী রাষ্ট্র যেখানে ভাষাগত বিভিন্নতা, মতাদর্শগত বিভেদ, ধর্মগত বৈষম্য, জাতিগত বৈষম্য এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। সেখানে একমাত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে রচিত আদর্শ শাসনব্যবস্থার রূপের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার যুক্তিসঙ্গত নয়। অর্থাৎ ভারতীয় গণতন্ত্রের একাধিক ত্রুটি ও পূর্ব শর্ত পূরণে অসামর্থতা কে দূরে রেখে ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা ভারতীয় নাগরিক দের কাছে কতটা সেটা অনেক বেশি বিচার্য বিষয়।

**উপসংহারঃ** উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় ভারতীয় গণতন্ত্র যে সময় গ্রহণ ও জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেই সময় হয়তোবা জনগণ গণতন্ত্রকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। তবে যারা ভারতীয় নবগঠিত শাসনব্যবস্থায় গণতন্ত্রকে নিয়ে এসেছিল তারা সে বিষয়ে সজাগ ছিল। যার প্রতিফলন আমরা ভারতীয় সংবিধানে উল্লেখ পায়। যেমন গণতন্ত্রের জন্য শিক্ষিত জনসমষ্টি গড়ে তোলার জন্য সর্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষা কাঠামো গড়ে তোলার প্রয়াস।

বর্তমান সময়ে ভারতীয় গণতন্ত্রের অবস্থান নিয়ে নেতিবাচক চিন্তা ভাবনা শুরু হয়েছে। বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিষয়ে একদল বুদ্ধিজীবী শ্রেণী গণতন্ত্রের ধ্বংসের পূর্বাভাসের কথা উল্লেখ করছেন। সমসাময়িক সময়ে শেষ হওয়া লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি সরকার যে অধিক আসনের দাবি করেছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে এমন ও বিশ্লেষণ সামনে এসেছিল যেখানে উল্লেখ করা হয়েছিল যে বিজেপি সরকার সংবিধানের মৌলিক কাঠামো পরিবর্তন করে ভারতীয় গণতন্ত্রের রক্ষাকর্তা কে ধ্বংস করে দেবে তথা ভারতীয় গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে দেবে। এই প্রসঙ্গে বলা যায় গণতন্ত্রের শেষ কথা জনগণ বলে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন তেমনি ইঙ্গিত দেয়। যেখানে বিজেপি সরকার ৪০০ অধিক আসনের দাবি করেছিল, সেখানে বিজেপি দল এককভাবে ২৪০টি আসন লাভ করে এবং এনডিএ জোট ২৯৩*টি আসন লাভ করে। এই পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে বলা যায় ভারতীয় জনগণ গণতান্ত্রিক বিষয়ে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছে। ভারতীয় জনগণের কাছে এই সচেতনতার আরো বেশি বহিঃপ্রকাশ আশা করি।

পরিশেষে বলা যায় ভারতীয় গণতন্ত্রকে আরো বেশি সফল ও জনকল্যাণকামী করতে হলে মহান দার্শনিক ও গণতন্ত্রপ্রেমী জে এস মিলের আদর্শ গণতন্ত্রের নীতি সমূহকে রাষ্ট্র ব্যবস্থা তথা জনগণের মধ্যে গ্রহণের ও বাস্তবায়নের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে। এবং একথাও সত্য যে ভারতীয় গণতন্ত্র কোন সম্পূর্ণ অনুকরন করা শাসনব্যবস্থা নয়, এটি এক বহুত্ববাদী ও বৈচিত্র্যময় সমাজে উদ্ভুত একটি বিকাশমান কাঠামো। ভারতীয় গণতন্ত্র প্রতিফলন করে একটি জনগোষ্ঠীর সংগ্রামের, যারা 'প্রজা' থেকে 'সচেতন নাগরিক'-এ পরিণত হয়েছে। ভারতীয় গণতন্ত্রের শক্তি তার নিখুঁততায় নয়, বরং জনগণের ইচ্ছার মাধ্যমে আত্ম উন্নতির মধ্যে। ভারতীয় গণতন্ত্র নাগরিকের শিক্ষা, সচেতনতা ও নাগরিক অংশগ্রহণ এর মাধ্যমে নিজেকে বিকাশিত করে চলেছে। গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে হলে আমাদের স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও সক্রিয় নাগরিকত্বের মূল্যবোধ লালন করতে হবে, যেমনটি মিল স্বপ্ন দেখেছিলেন। যদিও ভারত জে. এস. মিলের সব পূর্বশর্ত পূরণ করতে পারেনি, তবুও এটি গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতার একটি নিজস্ব রূপ গড়ে তুলেছে।ভারতীয়দের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও তার দ্বারা পাওয়া শিক্ষা ও গণতান্ত্রিক সচেতনতা গণতান্ত্রিক মানুষে রুপান্তর করছে। এই রুপান্তরের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠবে বৃহত্তর গণতান্ত্রিক ভারতীয় গণতন্ত্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শাসন ব্যবস্থা ও গণতন্ত্রের পথপ্রদর্শক হিসাবে।

## Reference:

1. Dalal Pranab Kumar (2019). Rajnaitika Tattba. Book Syndicate Private Limited, India, PP 172 – 198, ISBN: 978-93-87706-27-9

**2.** Mukhopadhaya Gautam (2018). Rajnaitika Tattba Parichaya. Setu, India, PP 92 – 99, ISBN: 978-81-933898-8-1

**3.** Vivekananda Swami (1973). Janaganera Adhikara. Akhil Bharat Bibekananda Yuba Mahamandal, India, PP 11

**4.** Agrawal, P. (2012). Article on Representative Democracy. *Research Journal of Humanities and Social Science*, 3(1), 114 – 116.

***5.*** Mahapatra Anadikumar (2011). Bhāratēra śāsanabyabastā ō rājanīti. Suhrid Publication, India, PP 266 – 296, ISBN: 978-81-924050-2-5

**6.** Lederman, S. (2022). Representative Democracy and Colonial Inspirations: The Case of John Stuart Mill. American Political Science Review. 116(3), 927 – 939. https://doi.org/10.1017/S0003055421001283

**7.** Pramanik Nimai and Roy Sushilranjan (2011). Pāścātya rāṣṭracintāra ruprēkhā. Chhaya Prakashani, India, PP 349-352, ISBN: 978-81-906488-9-9

**8.** Gauba O. P. (2019). Western Political Thought. National Paperbacks, Fourth Edition, India, PP 203 – 213, ISBN: 978-93-88658-36-2

**9.** Turner J. (2024). What Justifies Electoral Voice? J. S. Mill on Voting. Mind. 133(532), 1078 – 1099. https://doi.org/10.1093/mind/fzae013

**10.** Mukherjee Amalkumar (2014). Pāścātya rāṣṭracintā parikramā. Sridhar Publishers, pp. 240-245

**11.** Chakraborty Debashis (2012). Rāṣṭracintāra dhārā. New Central Book Agency, PP 105-107, ISBN: 978-81-7381-689-5

**12.** Tudor M. (2023). Why India's Democracy Is Dying. Journal of Democracy, 34(3), 121 – 132.

**13.** Election commission of India (2024). https://results.eci.gov.in/PcResultGenJune2024/index.htm

**14.** Ignatieff, M. (2024). When Democracy Is on the Ballot. *Journal of Democracy*, 35(3), 17 – 23.

**15.** Basu, Shivaji Pratim (2019). rājanītira pramukha dikaguli. paścimabaṅga rājya pustaka parṣaṯ, PP 2, ISBN: 978-81-247-0780-7